# Blue Gold Program

## UZ workshop on Partnership Development for Polder Water Management, Batiaghata, Khulna

## Brief Report

February 24, 2020

## Introduction

A workshop on "Partnership Development for Polder Water Management" organized on 24th February 2020 at Batiaghata Upazila Auditorium. The objectives of the workshop was to share polder water management plans, achievements and challenges facing by the Water Management Associations under Polder 31/Part, 30, 34/2(Part) and 28/2 for improving coordination & partnership relations with the Local Government Institutions & Private Sectors for agricultural production through effective polder water management.

In this workshop the Executive Engineer, O&M Division, BWDB, Upazilla Chairman and Vice Chairman's, Upazila Nirbihi Officer, Executive Engineer, LGED, and other Senior officials from BWDB, DAE, BADC, LGED, DPHE, DoF, DLS, UP chairman's and the representatives of Water Management Associations. The Project Director, DAE, Team Leader, Deputy Team Leader, Blue Gold Program and other BGP Experts were attended the workshop. Total participants of that worshop was 100 where 86 male and 14 female.

Annex-01

# Workshop on
# Partnership Development for Polder Water Management

February 24, 2020

Venue: Upazila Auditorium, Batiaghata, Khulna

## Workshop Program (Draft)

| Time | Discussion Points | Brief guideline/process |
|---|---|---|
| 09.30-10.00 | Participants Registration | BGP and WMA will be responsible for registration |
| 10.00-10.40 | **1. Welcome and Inauguration**<br>• Guests will take their seat on the Dias<br>• Recitation Holly Quran<br>• Recitation Geeta<br>• Welcome speech<br>• Participants introduction<br>• Workshop background & objectives<br>• Workshop Inauguration | <br><br><br><br>Chairman, Koiya WMA<br>All participants & guests<br>Team Leader, Blue Gold Program<br>UZ Chairman/UNO |
| 10.40-11.00 | 2. WRM activities at-a-glance in Polder 31 (Part), 30, 34/2 Part & 28/2 | XEN, Division-2, BWDB, Khulna |
| 11.00-11.40 | 3. Success and Challenges of Polder Water Management | Selected representatives of WMAs |
| 11.40-12.20 | 4. Panel Discussion – roles of UP & UZ Parshad to overcome Water Management Challenges | All participants and respectable guests |
| 12.20-12.40 | 5. Drama on Water Management Challenges | Drama Team |
| 12.40-01.00 | 6. Comments & suggestions of respectable guests | Representatives of Union Parishad (UP) & Upazila Parishad (UzP) |
| 01.00-01.15 | 7. Overall comments & suggestions | UNO & UZ Chairman |
| 01.15-01.30 | 8. Summarizing & closing remarks | XEN, Khulna O&M Division-2, BWDB |
| 01.30-02.00 | Lunch and wrap up | |

**Annex-02**

**Blue Gold Program**
**In-Polder Water Management Plan:**
**Implementation and Partnership Development**
**Workshop, Batiaghata on 24th February 2020**
**TL Speaking Notes**

1 I am delighted to join you on this occasion, and to see so many different organisations represented from district, pourashava and upazila and union level – including key government organisations of BWDB, DAE, LGED, BADC, DLS – and not least, the WMAs the reason we are here today.

2 Blue Gold sets out to promote local economic development through water management, modern agricultural practices, and a focus on farming-as-a-business with water management groups as the main drivers for change. The booklet in your information pack provides a good overview of the project objectives, and these will be elaborated by PCD Amirul Hossain and PD Humayoun Kabir in the second session – and I look forward to hearing directly from WMAs in the third session about their experience of in-polder water management planning process, their achievements and the challenges they face.

3 I anticipate also that what might emerge from the presentations by the WMAs is the multiple benefits which result form relatively minor investments in small-scale water management infrastructure – gated culverts to regulate the flow of water both upstream and downstream, in-field drainage channels and small khals.

4 The WMOs will present here today have provided inspiration to those of who have worked close hand with them – after the rehabilitation of regulators, sluices and khals, they have brought more land under cultivation in different crop during the *aman* seasons that has been waterlogged for over 16 years.

5 A main purpose of this event is partnership development – for WMAs with public and private sector organisations. This will ensure they continue to deliver the benefits to their members. So we trust that these WMAs can count on the support of local government and government organisations in overcoming the many conflicts and challenges which they face.

6 All WMAs have signed O&M Agreements with the BWDB XEN, which set out their respective roles and responsibilities for routine, periodic and emergency maintenance.

7 As you will hear today, this brings into civic society a new set of organizations with a focus on agricultural water management. And the new Water Rules 2018 provide such organizations with opportunities to be represented at union, upazila and district level. We hope that the Rules can be modified to include WMGs/WMAs formed under the PWMR 2014.

8 Future investments in water infrastructure are to come through the Delta Plan – these new organisations, the WMOs, will aim to work with government to shape and define future priorities for water management that puts people first!

ব্রু গোল্ড প্রোগ্রাম
পোল্ডার পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও
অংশীদারিত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা
পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পোল্ডার ২৮/২, ৩০, ৩১পার্ট ও ৩৪/২পার্ট
তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | স্থান : উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
বাস্তবায়নে : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

অংশীদারিত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

Annex-3

পোল্ডার পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অংশীদারিত্ব উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা'র কার্যবিবরণী

স্থান ঃ উপজেলা অডিটরিয়াম, বটিয়াঘাটা, খুলনা
তারিখ ঃ ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০:৩০ থেকে দুপুর ০২:০০ ঘটিকা।

উপস্থিত পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

পোল্ডার পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অংশীদারিত্ব উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা জনাব পলাশ কুমার ব্যানার্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, খুলনার সভাপতিত্বে শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আশরাফুল আলম খান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নিতাই চন্দ্র গাইন, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান, চঞ্চলা মন্ডল, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা; জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা এবং মোহম্মাদ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক (ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম- ডিএই পার্ট), ঢাকা। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বাপাউবো, যশোর; উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং পোল্ডার ২৮/২ ৩০, ৩১ (পার্ট) এবং ৩৪/২ পার্ট এর আওতায় গঠিত ৫ (পাঁচ)টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

সভার প্রারম্ভেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব জুলফিকার আলম এবং গীতা পাঠ করেন জনাবা বিভা রানী।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব অনন্ত কুমার রায়, সভাপতি, কৈয়া পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (পোল্ডার ২৮/১ ও ২৮/২) বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৩ ইংরেজি সন থেকে পোল্ডার এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন/পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের কাজ করে আসছে। তিনি বলেন, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ও দারিদ্রতা হ্রাস করা। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় গঠিত সকল পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির ফলে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো পোল্ডার এলাকায় বেড়িবাঁধের ঘোঘ মেরামত স্লুইসগুলো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, খালের কচুরিপানা পরিস্কার/আড়বাঁধ অপসারণ ইত্যাদি কাজে আরো বেশী সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি উপস্থিত উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন- প্রবাহমান খালগুলো ইজারা দেওয়ায় কৃষি কাজের জন্য সুষ্ঠুভাবে স্লুইস গেট পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, যার ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন, যাতে প্রবাহমান খাল গুলো ইজারা না দেওয়া হয়। তিনি সংগঠনগুলোকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য বেড়িবাঁধে বৃক্ষ রোপনসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অব্যবহৃত সম্পত্তি ও সরকারী খাস জমি/জলাশয় বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর নিকট ইজারা/লীজ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে অনুরোধ জানান। তিনি উপস্থিত সকলকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো সচল থাকবে এবং সম্পাদিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি অনুযায়ী অবকাঠামোগুলোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবে।

জনাব গাই জোনস্, টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস-চেয়াম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প পরিচালক (ডিএই পার্ট), উপ-প্রধান সম্প্রসারণ অফিসার, বাপাউবো, যশোর, উপজেলা পর্যায়ের বিভিনান দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন- কৃষি একটি ব্যবসা" এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন- প্রত্যকের ফোল্ডারে একটি করে বুকলেট দেয়া হয়েছে, সেখানে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো নিজেদের উদ্যোগে কি কাজ করেছে, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ ও বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় কি কি কাজ করেছে এবং তারা কি কি ধরণের সমস্যায় রয়েছে এবং সেগুলো সমাধানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের " বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৮" এর আলোকে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করণের সুযোগ রয়েছে। তিনি Delta Plan, ২১০০ এর উল্লেখ করে বলেন, উক্ত পরিকল্পনায় পানি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিদের এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

জনাব মোঃ নজরুল ইলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর কৃষির উন্নয়নের পূর্বশর্ত সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন- বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড। নির্দিষ্ট সংখ্যক পোল্ডারের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রকে বেগমান করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ সরকারের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরাসরিভাবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সহযোগি সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, বটিয়াঘাটা উপজেলার মধ্যে ৪ টি পোল্ডারে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় বিভিন্ন ধরণের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন রয়েছে, সে সকল সংগঠনের সদস্যদের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত কারিগরী সফলতাকে সামনে নেওয়ার দায়িত্ব সকলের । পোল্ডারগুলোর সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে যৌথভাবে কাজ করে যাওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় জনস্বার্থে যে সকল খাল কাটা হয় তার মধ্য থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত অভিযোগ আসে- তার কোনটা সত্য আবার কোনটা সত্য নয়। তিনি খাল পুনঃখননের পূর্বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং উপজেলা সার্ভেয়ার দিয়ে যৌথ সার্ভে করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সরকারী মানচিত্র অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে খালগুলো পুনঃখননের ক্ষেত্রে কোন সমস্য থাকেলে যৌথভাবে সার্ভে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ও উপজেলা পর্যায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পানি ব্যবাস্থপনা এসোসিয়েশন গুলো তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে যাবে এবং কোথাও কোন আইনগত সহায়তার প্রয়োজন হলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গুলোকে তাদের নিয়মিত সভার সিদ্ধান্তগুলো তার দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অবহিত করার পরামর্শ দেন।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা বলেন- ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় পোল্ডার পর্যায়ে যে সকল কাজ হচ্ছে তাতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সাথে কিছুটা সমন্বয়হীনতার অভাব আছে। তিনি বিভিন্ন সরকারী দপ্তরসহ উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে খাল পুনঃখননের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, স্লুইস খালগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্লুইস খাল সরকারী ভাবে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন- স্লুইস পরিচালনা এবং মাছ ধরা কোনভাবেই এক সঙ্গে চলতে পারে না । যারা স্লুইস পরিচালনার দায়িত্বে আছে তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, লবণ পানি ঢুকে যাতে কৃষি ফসলের ক্ষতি না হয়, এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করার পরামর্শ দেন। তিনি ম্যাপ দেখে কোথায় কোয়ায় খাল আছে এবং খাল কাটার সময় মাটি কোথায় ও কিভাবে রাখবে তা অবশ্যই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেবদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি অবিলম্বে খাল গুলো ইজারা বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে জানান এবং স্লুইসগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন।

জনাব পলাশ কুমার ব্যানার্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, খুলনা তাঁর বক্তব্যে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটাকে তাঁদের গঠনমূলক পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক প্রকল্পের কাজে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সিএস ম্যাপে খাল ১০০ ফুট, আরএস ম্যাপে ৬০ ফুট এবং এসএ ম্যাপে আছে ৪০ ফুট। তাছাড়াও অধিকাংশ খাল ইজারা জমির মালিকরা জমির সাথে খাল অন্তর্ভূক্ত করে ফেলার কারণে খাল সংকির্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে খাল পুনঃখনন ও মাটি ফেলার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হচ্ছে। তিনি সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের করে যৌথভাবে কাজ বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

জনাব নিতাই গাইন, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বটিয়াঘাটা বলেন- রাজকীয় নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে এ এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনার উপর হাজ হচ্ছে। তিনি আরো বলেন- সে সময়ের ২৭ টি নদীর মধ্যে এখন মাত্র ২/৩ টি নদী আছে। তিনি বলেন- সে সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো, তা সঠিক ছিল না। তিনি বলেন, পরিপূর্ণ ভাবে ভূমি গঠনের আগেই পোল্ডার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, যার ফলে পোল্ডার অভ্যন্তরে জমির গঠন প্রকৃতি এক নয়। তাছাড়া দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ খাল বন্দোবস্ত দেওয়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি অবিলম্বে খালগুলোর বন্দোবস্ত বাতিল করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতি আহবান জানান এবং সকলকে যৌথভাবে সমন্বয়য়ের মাধ্যমে কাজ করার পরামর্শ দেন।

জনাব মনোরঞ্জন মন্ডল, চেয়ারম্যান, বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও ইউনিয়ন পরিষদ যদি সমন্বয়ের মাধমে কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে কোন সমস্য হবে না। তিনি বলেন, পরিপূর্ণ ভাবে ভূমি গঠনের আগেই পোল্ডার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, যার ফলে পোল্ডার অভ্যন্তরে জমির গঠন প্রকৃতি এক নয়। যার ফলে কয়েকটি বিলে ৪০/৫০ বিঘা করে জমিতে ফসলের চাষাবাদ করা

যাচ্ছে না। তিনি উচু জমি ও নিচু জমি পানির প্রাপ্যতা বিবেচনা করে গেট পরিচালনা করার প্রতি গুরুত্ব দেওযার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর প্রতি আহবান জানান।

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন (বাবু), চেয়ারম্যান, ভান্ডারকোট ইউনিয়ন পরিষদ বলেন- যেখানে সমস্যা আছে, তার সমাধানও আছে। তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে হলে স্থানীয় ভাবেই অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন- পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এখন এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করে থাকে। পোল্ডার পর্যায়ে যদি কোন খাল সম্পূর্ণ ভাবে পুনঃখনন করা না হয় তাহলে কৃষিকাজে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। কোন খাল পুনঃখনন এর পরিকল্পনা হাতে নিলে তা যেন সম্পুর্ণ পুনঃখনন  করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।  তিনি আরো বলেন- ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় ক্ষুদ্র অবকাঠামো বাস্তায়নের অধীনে যে খাল/মাঠনালা খনন করা হচ্ছে তা থেকে এলাকার কৃষকগণ অনেক উপকার পাচ্ছে। তিনি বলেন, ঘুর্ণিঘড় ফণির সময় তাঁর  ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন যৌথভাবে ইষ্ট হালিয়া স্লুইস সংলগ্ন খালে সাময়িক ভাবে আড়বাঁধ স্থাপনা করার ফলে এলাকার গত মৌসুমে আমন ধানের বীজতলা নষ্ট হওয়া থেকে এবং জলাবদ্ধতার হাত থেকে প্রায় ৩০০.০০ একর জমি রক্ষা পেয়েছে। যা পরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভালভাবে মেরামত করে দিয়েছে।

জনাব গোলাম হাসান শেখ, চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গা, ইউনিয়ন পরিষদ বলেন- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় যে সকল কাজ করছে- তাতে এলাকার কৃষক খুবই উপকৃত হচ্ছে। তিনি তাঁর এলাকায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর যাবতীয় কাজ বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জনাব নিত্যানন্দ সরকার, সভাপতি, নন্দনখালী স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন বলেন, পোল্ডার ৩১ (পার্ট) এলাকার অনেক খাল ইজারা দেওয়ার ফলে খালে/নদীতে আড়বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করে পানি চলাচলের বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, ফলে কৃষি কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। তিনি নন্দনখালী নদী, কেচোরাবাদ খাল, বগার খাল, ইত্যাদি ইজারা না দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতি অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন বলেন- তাঁর পোল্ডার এলাকায় মোট ১৯ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল আছে, ২টি খালে স্লুইস নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি তাঁর পোল্ডার এলাকার খাল গুলো ইজারা না দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

জনাব সুজয় কান্তি মন্ডল, কোষাধ্যক্ষ, কৈয়া পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন  পোল্ডার ২৮/১ ও ২৮/২) বলেন- রামদিয়া খালে নেট পাটা স্থাপনের ফলে পানি চলাচলের বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড কে অবহিত করা হয়েছে। এ কাজে বাধা দেওয়ার কারণে তাঁরা বিভিন্ন ধরণের হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি আরো বলেন- কৈয়া বাজার ব্রীজের কাছে পাইলিং করে খাল ভরাট করে বসতঘর দোকান পাট তৈরী করছে। খালের পাটা অপসারণ ও খাল ভরাট করে বসতঘর/দোকান পাট তৈরী বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

জনাব সুষেন কুমার মন্ডল, সভাপতি, বটিয়াঘাটা খাল পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন বলেন, পোল্ডার ৩০ এলাকার অনেক স্লুইস গেটের পার্শ্বে অবেধ স্থাপনা তৈরী করে দোকান পাট/বসতঘর করা হয়েছে। কাতিয়ানাংলা, কিসমত ফুলতলাসহ বিভিন্ন স্লুইস গেটের ভিতর দিয়ে মালামাল পারাপার হচ্ছে- যার ফলে স্লুইস গেট মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেণ্

জনাব হাফিজুর রহমান, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ অফিসার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর বলেন- জেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন না। তিনি বলেন- খাল পুনঃখননসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা খুবই প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন- প্রবাহমান খাল ঠিক না হলে কৃষি কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল স্তরের সদস্যদেরকে নিজ নিজ সংগঠন শক্তিশালী করে পওর চুক্তি মোতাবেক স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানান।

জনাব মোঃ মোঃ হমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক (ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম- ডিএই পার্ট) বলেন- কৃষি কাজের জন্য পানি নিষ্কাশন এবং পানি সেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতা ছাড়া এ প্রকল্পের সার্বিক সফলতা আসবে না। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দপ্তরে একজন ফোকাল পারসন নিয়োগ দিয়েছেন তিনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের সার্বিক মনিটরিং করেন। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল স্তরের সদস্যদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানান।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর সর্বশেষ বক্তব্যে বলেন-

- ইজারাভুক্ত কোন খাল কাটা হলে তা পূর্বাহ্নে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবহিত করতে হবে।
- উপজেলা পরিষদ/প্রশাসনের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয় জোরদার করা প্রয়োজন।
- পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় আরো জোরদার করতে হবে।
- ছোট ছোট অভিযোগ গুলো সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এবং ইউনিয়ন পরিষদকে কে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
- যে সকল সমস্যা পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমাধান করতে পারবে না, সে সকল সমস্যা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সুপারিশসহ উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করবে।
- প্রবাহমান খাল ইজারা দেওয়া যাবে না।

জনাব পলাশ কুমার ব্যানার্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত সকলকে কর্মশালায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(পলাশ কুমার ব্যানার্জী
নির্বাহী প্রকৌশলী
খুলনা পওর বিভাগ-১
বাপাউবো, খুলনা।

স্মারক নং .....  তারিখ ঃ .....

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
২। প্রকল্প সমন্বকারী পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, খুলনা।
৫। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা।
৬। প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (ডিএই পার্ট), ঢাকা।
৭। উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর।
৮। টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
৯। ডেপুটি টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১০। প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১। জোনাল কো-অর্ডিনেটর, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, খুলনা।
১২। চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গা/ভান্ডারকোট ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
১৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ..... পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পোল্ডার .....
১৪। অফিস কপি।